পরিকল্প নং ঃ ৩০৯
বুরুযুল হায়াত (শিশু শিক্ষা বৃত্তি)

শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। ইসলাম ধর্মে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই বলেছেন, "তোমরা জ্ঞানার্জনের জন্য চীন দেশে যেতে হলেও যাও"। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকে আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যতের প্রতিযোগীতামূলক পৃথিবীতে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করে নেয়ার জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে দেশে বিরাজমান মুদ্রাস্ফীতির সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষার জন্য সামগ্রিক ব্যয়ভার ক্রমেই বেড়ে চলছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের ব্যয়ভার সংকুলানের বিষযে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদেরএ সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াসেই প্রগতি লাইফ প্রণয়ন করেছে শিশু শিক্ষাবৃত্তি পরিকল্প। এ বীমার মাধ্যমে নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপনি অতি সহজেই আপনার সন্তানের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করে নিজেও দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেন।

বৈশিষ্ট্যঃ

এ পরিকল্পে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা থকায় ছাত্র/ছাত্রীরা পড়াশুনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং ভাল রেজাল্ট করার চেষ্টা করবে। কোন পরীক্ষায় সন্তান কৃতকার্য হতে ব্যর্থ হলে যতদিন পর্যন্ত না সে উত্তীর্ণ হবে ততদিন বৃত্তি প্রদান বন্ধ থাকবে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ বছর আগে অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বৃত্তি প্রদান প্রক্রিয়া শুরু হবে ও তা চলবে সর্বোচ্চ ৯ (নয়) বছর। বৃত্তি আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সন্তানের দুর্ভাগ্য জনক মৃত্যু হলে (আল্লাহ না করুন) অন্য সন্তানের নামে পলিসি প্রদান করা যাবে। বৃত্তি প্রদান আরম্ভ হওয়ার আগে বা পরে যদি কোন কারণে শিশুর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায় তবে বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এ অবস্থায় প্রিমিয়ামদাতা ইচ্ছা করলে অন্য সন্তানের নামে পলিসিটি পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে সন্তান বৃত্তি পাক বা না পাক সন্তানের বয়স ২৪ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে জমাকৃত সকল প্রমিয়াম এককালীন প্রদান করা হবে। গ্রাহক ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে যে কোন সময়ে বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে প্রিমিয়াম হারও সে অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।